শামসুল আলম

সিয়াম সাধনা

সিয়াম সাধনা

শামসুল আলম

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
ঢাকা

www.bjilibrary.com

সিয়াম সাধনা

শামসুল আলম

ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ৬০

প্রথম প্রকাশ ঃ

নভেম্বর, ১৯৭৯

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ

মার্চ, ১৯৮০

রবিউসসানী, ১৪০০

ফাল্গুন, ১৩৮৬

প্রকাশনায় ঃ

আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল হাই

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

৬৭, পুরানা পল্টন

ঢাকা—২

মুদ্রণে ঃ

মনোরম মুদ্রায়ণ

২৪, শ্রীশ দাস লেন,

ঢাকা—১

মূল্য ঃ ২·৫০

SIAM SHADHANA : The Practice of Fasting : written by Shamsul Alam and Published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dacca.

Price : Tk. 2·50.

www.bjilibrary.com

"সিয়ামের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তোষ"

সিয়াম বা রোযা দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ কিভাবে হাসিল করা যেতে পারে ? এর উত্তরে লেখক বলেন ঃ

"আত্মসংশোধন ও আত্মসংযম অর্জনের মাধ্যমে"।

এই আত্মসংশোধন ও আত্মসংযম অর্জনের জন্য মানুষের কি করা চাই—তারই বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে "সিয়াম সাধনা" পুস্তিকাটিতে।

আত্মসংশোধন ও আত্মসংযমে দৃঢ়তা অর্জনের জন্য অভিজ্ঞ লেখক আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে পরিচিত উদাহরণগুলো সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন 'সিয়াম সাধনায়'।

পুস্তিকাটিতে পাঠক, নিজের থেকে সংশোধিত হবার প্রেরণা পাবেন, সুন্দর জীবন যাপনের পথ খুঁজে পাবেন এ আশা নিয়ে সুধী পাঠকের হাতে আমরা তুলে দিলাম 'সিয়াম সাধনা'।

প্রকাশক

www.bjilibrary.com

সিয়ামের বৈশিষ্ট্য

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে প্রায় সব ধর্মমতে সিয়াম প্রচলিত ছিল। আল-কুর্‌আনেও বলা হয়েছেঃ "তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর।" সিয়ামের এই সার্বজনীনতার কারণ কি ?

প্রত্যেক ইবাদতেরই একটা সামাজিক দিক আছে। এতে একাধিক লোক অবহিত এবং সংযোজিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গভীর নিশীথে, গহন অরণ্যে বা অতি নির্জন স্থানে নামায আদায় করলে হয়ত দ্বিতীয় ব্যক্তির অবহিত হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু বেশীর ভাগ নামাযের ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজন, নিকটের লোক তা জানতে পারে, তদুপরি জামাতে নামায আদায় করার বিষয়ে রয়েছে কঠোর নির্দেশ। রসূল (সঃ) বলেছেন যে, যারা আযান শুনেও জামাতে যোগদানের জন্যে মসজিদে আসে না, তাদের গৃহে নারী, অক্ষম বা শিশু না থাকলে তাতে তিনি অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দিতেন। মসজিদে নামায আদায় করা হলে কে নামায আদায় করে বা কে আদায় করে না তা অন্যরা জানতে পারে।

ঈমান যদিও মনের বিশ্বাস, তবু এর সামাজিক দিক আছে। কোন ব্যক্তির আল্লাহ্‌, রসূল, আখেরাত-বেহেশ্‌ত, দোযখ প্রভৃতিতে ঈমান আছে কি নাই সে ছাড়া অন্য কারও জানার কথা নয়। কারণ কার মনে কি আছে একমাত্র আল্লাহ্‌ই তা ভাল জানেন। কিন্তু

www.bjilibrary.com

ঈমানেরও একটি সামাজিক দিক আছে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ—ইহা শুধু মনে মনে বিশ্বাস করলে চলবে না—তার শাহাদাত দিতে হবে। অন্যের সম্মুখে ঘোষণা করতে হবে এবং এই বিশ্বাসের প্রতি আহবান জানাতে হবে।

আল্লাহ্ ও রসুলের (সঃ) প্রতি মনে মনে ও নিজে বিশ্বাস করলে কলেমা তাইয়্যেবার হক আদায় হবে। কিন্তু এই বিশ্বাসের প্রতি ও আল্লাহ্র দেওয়া জীবন বিধানের প্রতি আহবান না জানালে কলেমা শাহাদাতের হক আদায় হবে না। এখানেই কলেমা তাইয়্যেবার এবং কলেমা শাহাদাতের পার্থক্য, যদিও দু'টি কলেমায় একই কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্র একত্ব ও রসুল (সঃ)-এর রেসালতে বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র দেওয়া জীবন-বিধানের প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্যের ও আহবান ব্যতীত ঈমান থেকে যায় অপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ।

যাকাতেরও সামাজিক দিক আছে। যদিও এমনভাবে যাকাত দেওয়া যেতে পারে যে, ডান হাতে দিলে বাম হাত জানে না, তবু অন্তত এক ব্যক্তি অর্থাৎ গ্রহীতা এ ব্যাপারে সাক্ষী থেকে যায়।

হজ্জ শুধুমাত্র সামাজিক নয়, ইহা এক বিশ্বজনীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, গোপনে বা এককভাবে হজ্জ সম্পাদনের কোন অবকাশ নেই।

শুধুমাত্র সিয়ামই একমাত্র প্রধান এবং অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা নীরবে এবং সবার অজান্তে সম্পাদন করা যায়। কোন ব্যক্তি সিয়াম পালন করেছে কি করে নাই, তা প্রকাশ না করে গোপন রাখতে পারে।

অন্যের সামনে তাকওয়া এবং পরহেযগারীর প্রদর্শনী করতে চাইলে কোন ব্যক্তি সিয়াম পালন না করেও বুঝাতে পারে যে, সে সিয়াম পালনকারী।

গোপনে পানাহার বা যৌন সম্ভোগ করলে অন্য কারও জানার কথা নয় যে, ঐ ব্যক্তি সিয়াম তরক করেছে। যদিও রমযানে সকলকে একই সময়ে সিয়াম পালন করতে হয় এবং এর জন্য সিয়ামের

www.bjilibrary.com

একটি সামাজিক দিকও রয়েছে। তবুও সিয়ামে পানাহার, যৌন সম্ভোগ এবং সিয়ামের নির্দেশ প্রতিপালিত হ'ল কি হ'ল না—তার একমাত্র সাক্ষী আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং। তাই ঈমান, সালাত এবং হজ্জ হতে সিয়াম বা রোযার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সিয়ামের নির্দেশ এবং প্রতিপালনের মধ্যে আল্লাহ্ এবং সিয়াম পালনকারী ভিন্ন তৃতীয় সত্তা নাই। অন্যান্য ইবাদতের প্রতিদানে মানুষ কতটুকু নেকী পাবে, তার কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিয়ামের প্রতিদানে আল্লাহ্ কি দেবেন, তিনি তা রেখেছেন অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট এবং মানুষের কল্পনাতীত।

সিয়ামের সীমাহীন এবং অফুরন্ত প্রতিদানের বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই অবহিত আছেন। এই দিক দিয়ে সিয়াম ইসলামের অন্যান্য কাজগুলি হতে আপন বৈশিষ্ট্যে ও মহিমায় সমুজ্জ্বল।

সিয়ামের তাৎপর্য

মানুষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। এমনকি জানোয়ারও। উদ্দেশ্য-হীনভাবে কথা বলে, কাজ করে পাগল, মাতাল।

সিয়ামের উদ্দেশ্য কি ?

সিয়ামের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তোষ। শুধু সিয়াম নয়, একজন মুমিনের সকল কাজের উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত আল্লাহ্র সন্তোষ।

সিয়ামের মাধ্যমে কিসে আল্লাহ্র সন্তোষ হাসিল হয় ?

তা হতে পারে বহুরকমে। সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল আত্মসংশোধন এবং আত্মসংযম অর্জন।

পুলিশ, আনসার, মিলিটারী প্রভৃতি শৃংখলাবদ্ধ বাহিনীর ট্রেনিংক্যাম্প হয়, স্কাউটদের ট্রেনিং হয়। বিভিন্ন সরকারী অফিস-আদালত, ব্যাংক, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে, প্রতিষ্ঠানে তাদের ট্রেনিং হয়।

www.bjilibrary.com

যে কোন প্রতিষ্ঠানে ড্রাইভার হওয়ার জন্যে, টাইপিষ্ট হওয়ার জন্যে, কেরানীর চাকুরীর জন্যে ট্রেনিং, সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। কিন্তু মুমিন হওয়ার জন্যে, আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাহ্‌ হওয়ার জন্যে কি কোন ট্রেনিং দরকার হয় না?

চাকুরী পাওয়ার পরও রিফ্রেসার কোর্স হয়। পুরোনো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ট্রেনিং-এর আলোকে উন্নত করতে হয়। ট্রেনিং-কালে সংশোধন ও নতুন জ্ঞান অর্জনে একজন যতটুকু সচেতন থাকে অন্য সময় ততটুকু থাকে না।

ট্রেনিং-এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। রমযান মাস হলো মুসলিমের জন্যে ট্রেনিং-এর মাস। এ মাসে সিয়াম সাধনা হলো ট্রেনিং কোর্স।

সারা দিনের উপবাস এ ট্রেনিং কোর্সের অতি ক্ষুদ্র অঙ্গ। কোন ট্রেনিং কোর্সে গেলে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। সারা দিন না খেয়ে থাকাও তেমনি সিয়াম সাধনার রেজিস্ট্রেশন।

কোন ব্যক্তি যদি ট্রেনিং কোর্সের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে আর কোন কাজ কর্ম না করে তবে যেমন ট্রেনিং থেকে কোন ফায়দাই হয় না, তেমনি উপবাস করলেই সিয়াম পুরা হলো না। বরং উল্টো ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যেমন হয় ট্রেনিং কোর্সের জন্যে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে রীতিমত ট্রেনিং-এ উপস্থিত না থাকলে বা কোর্সের যা করণীয় এবং দাবী তা প্রতিপালন না করলে। ট্রেনিং কোর্সে গিয়ে বিরূপ গোপনীয় রিপোর্ট অর্জন করে আসার চেয়ে ট্রেনিং-এ না যাওয়াই অনেক ক্ষেত্রে ভালো। কিন্তু সিয়ামের এই ট্রেনিং কোর্স বাধ্যতা-মূলক, যেতেই হবে; এটা ঐচ্ছিক নয়।

সিয়াম সাধনা বা রমযানের ট্রেনিং কোর্সের প্রধান বিষয়ই হলো আত্মসংযম অভ্যাস। এ কোর্সের ৯৫% মার্কই আসে আত্মসংযম থেকে। এক বিষয়ে ফেল করে অন্য বিষয়ে পুরা মার্ক পেলেও পরীক্ষা পাশ করা সম্ভব নয়।

যেমন ধরুন, সারা মাস ধরে যদি এক ব্যক্তি মসজিদে বসে এতেকাফ করেন, নামায আদায় করেন আর কুরআন তেলাওয়াত করেন, তিনি কি

www.bjilibrary.com

রমযান মাসের ট্রেনিং কোর্সে পাশ করলেন? সঠিক বলা যায় না। তিনি উচ্চ ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারেন, আবার ফেলও করতে পারেন।

শুধু মসজিদে বসে ই'তেকাফ করলে কোন ব্যক্তি হয়ত সারা মাস কোন পাপ করলেন না। তার জন্যে অবশ্য সওয়াব আছে। যেমন থাকে যদি তিনি শুধু ঘুমিয়ে কাটান। তাতেও বলতে পারেন যে, তিনি তো প্রত্যক্ষভাবে পাপ করেননি, যদি নামায ঠিকমত আদায় করে থাকেন। অবশ্য তার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করার প্রশ্নও থেকে যায়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রমযানের শেষ দশদিন পুরো ই'তেকাফ করার পরও আমরা যে মানুষ ছিলাম সেই মানুষই রয়ে গেছি। ঘুষ খাওয়া বন্ধ হয় না, ব্যবসায়ে ঘুষ দেওয়া বন্ধ হয় না, মুখ থেকে মিথ্যা ও চোগলখুরীর পূতি গন্ধময় ধারা পূর্বের মতই প্রবাহিত হতে থাকে। এতে সিয়াম সাধনার যে উদ্দেশ্য তা সাধিত হলো না।

যে ব্যক্তির সিয়াম তাকে রমযানের পর উন্নততর মানব সন্তানে পরিণত না করে তার সিয়াম অনেকটা ব্যর্থ, অযথা পণ্ডশ্রম; এ সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, অনেক সিয়াম পালনকারী সিয়াম থেকে ভুখ-পিয়াসার গ্লানি ছাড়া কিছুই পায় না।

কেন এমন হয়? কেন কোন কোন সিয়াম পালনকারী ভুখ-পিয়াসার গ্লানি ছাড়া কিছু পায় না? কেন তাদের সিয়াম সাধনা ব্যর্থ হয়? ব্যর্থ হয়, কারণ তারা সিয়ামের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের পদ্ধতি সম্বন্ধে হয়ত পূর্ণ সচেতন নয়, বা কিভাবে সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে সে বিষয়ে অবহিত নয়।

সিয়াম আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র-উন্নয়নের এক প্রক্রিয়া। যে কোন মানবিক প্রক্রিয়ায় উন্নতি করতে হলে যথেষ্ট মানসিক কসরত করতে হয়। ঘোড়দৌড়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে ঘোড়ায় বেশীক্ষণ চড়তে হবে। কয়েকবার পড়ে গেলেও হাল ছাড়া যাবে না। শরীরকে বেশী মজবুত করতে হলে ব্যায়াম করতে হয়। তেমনি চরিত্র উন্নয়ন এবং মানসিক উন্নতির জন্যে প্রয়োজন মানস চর্চা ও

www.bjilibrary.com

মানসিক সাধনা। ঐ সাধনায় শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বা ভোজন প্রক্রিয়ায় জিহ্বার না-ব্যবহারের চেয়ে মনের গতি-প্রকৃতি কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বই অনেক বেশী।

সিয়ামে প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রথমেই আছে সারা দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা। দ্বিতীয়ত যৌন সঙ্গম হতে বিরত থাকা। তৃতীয়ত রাতে নিয়মিত ইশার নামাযের পর তারাবীর নামায আদায় করা। এ ছাড়া আছে—মিথ্যা কথা না বলা, অন্যের মনে আঘাত না দেওয়া, চোগলখুরী, মোনাফেকী না করা, অন্যের হক নষ্ট না করা, যুলুম না করা,—এমনি হাজারো নির্দেশ। দ্বিতীয় পর্যায়ের হাজারো নির্দেশের দিকে না গিয়ে প্রধান তিনটি প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

উপবাসী থাকা সিয়াম সাধনার প্রধান অঙ্গ হওয়ার তাৎপর্য কি?

আদম সন্তানের প্রথম নৈতিক প্রয়োজন খাদ্য। জন্মের পরই শিশু চীৎকার করে ওঠে, হন্নত ক্ষুধায়। তাকে নিরস্ত করার জন্যে মুখে দেওয়া হয় এক ফোঁটা মধু বা তরল খাদ্য। খাদ্যই মানুষের সর্ব প্রধান না হলেও সর্ব প্রথম প্রয়োজন। অনেকের মতেই সর্ব প্রধান। মানুষের যতগুলো অর্থনৈতিক প্রয়োজন আছে তার মধ্যে খাদ্যের প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী।

আমরা উল্লেখ করেছি, সিয়াম-সাধনার অন্যতম উদ্দেশ্য আত্ম-সংযম। উপবাস হলো মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে সংযত সংকুচিত করার প্রচেষ্টা।

বড় বাড়ী, সুন্দর আঙিনা, সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম ইত্যাদির অভাব-বোধকে আপনার সিয়াম কতটুকু কমাতে পারল? অসংখ্য ভুখা-নাঙ্গার ভীড় ঠেলে শেরোয়ানী পরে ঈদের জামাতে যেতে আপনার কি লজ্জাবোধ হয়? তা না হলে তো আপনার সিয়াম সাধনাই ব্যর্থ। যে দেশে লক্ষ লক্ষ মেয়ে আবরু ঢাকার কাপড়ের জন্যে আপনার কাছে হাত পাতে, সে দেশে দামী দামী স্যুট-শাড়ী-ঘড়ি, কেনার ইচ্ছাকে আপনার সিয়াম কিছুটা দমিত করেছে? যে দেশে মানুষ পথের পাশে চার হাত উঁচু ছাউনীর নীচে থাকতে

www.bjilibrary.com

...য়েও উচ্ছেদ হয়, সে দেশে, আপনার ঘরের মেঝে মোজাইক করার প্রবণতা ও ইচ্ছাকে আপনার দীর্ঘ এক মাসের উপবাস প্রদমিত করতে পেরেছে ? পারেনি। তা হলে, আপনার সিয়ামের মাধ্যমে হয়ত আপনি শুধু ক্ষুৎ-পিপাসার গ্লানিই পেলেন। বোধ হয় এর বেশী কিছু নয়।

উপবাস হলো আপনার অর্থনৈতিক প্রয়োজন সংযত ও প্রদমিত করার সংকল্পের প্রতীক। কারণ সকল প্রয়োজনের চেয়ে মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন বেশী।

আপনি সারা দিন খাদ্য, যা আপনার জীবনের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, না খেয়ে থাকলেন—তখন আপনাকে ভাবতে হবে; খাদ্য ছাড়াই যখন থাকতে পারি দামী সার্টটা না হলে তেমন কি আসে যায় ? গাড়ী না চড়ে রিকশাতে চড়লাম, কি আসে যায় তেমন ? রিকশায় চলাফেরা তো গাড়ীতে চড়ার ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম।

সারাদিন উপবাস থেকে আপনাকে প্রতিটি অর্থনৈতিক প্রয়োজনের কথা ভাবতে হবে, আর মনে মনে বলতে হবে, এটা ছাড়াও আমার চলতে পারে, ওটা ছাড়াও চলতে পারে। বাড়াতে হবে আত্মিকশক্তি, অর্থনৈতিক প্রয়োজন নয়, চিন্তা করতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে, ভোগ নয় ত্যাগই মানব জীবনকে মহীয়ান করে, সংসারকে সুন্দর করে। এতে শুধু বিশ্বাস নয়, পূর্ণ একীন আনতে হবে। প্রতিটি কাজের ফাঁকে আপনাকে ভাবতে হবে—এটা আমার না হলেও চলে; আমার মন আমার শরীরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমার আত্মার সন্তুষ্টি আমার জড় দেহের জৈবিক সন্তুষ্টির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ভাবতে হবে, আপনি শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণা কাতর জীব নন, কারণ এগুলো তো সকল পশুরই আছে, আপনি আশরাফুল মাখলুকাত; ক্ষুধা থাকলেও আপনি না খেয়ে থাকতে পারেন, মহত্বের সাধনায় লিপ্ত হতে পারেন। এরূপ চিন্তা যদি আপনার না হয় তবে কি লাভ উপবাসে ?

www.bjilibrary.com

সিয়াম পালন করতে দশ বারো বছরের কিশোরদের উৎসাহ দেখেছেন। তারা কি সিয়ামের তাৎপর্য বোঝে? তবুও তারা সিয়াম পালন করতে চায়। কে ক'টা রোযা রাখল তারা তার হিসাব রাখে। এতে তাদের ধর্মীয় চেতনা সক্রিয় যতটুকু তার চেয়ে বেশী সক্রিয় সাংস্কৃতিক চেতনা। তারা যে সমাজে বাস করে সে সমাজে এর সামাজিক মূল্য আছে। এটা তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই তারা তাদের এই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায়। ধর্মীয় চেতনা যতটুকুই থাকনা কেন সামাজিক স্বীকৃতিই তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। আপনার উপবাস এবং সিয়াম-প্রবণতাও কি তাই?

শুধু শিশু-কিশোররাই নয়, আমাদের প্রবীণদের অনেকেও নিতান্ত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে সিয়াম পালন করেন। তাঁরা দেখে এসেছেন যে, তাঁদের মা-বাবা, দাদা-দাদী সিয়াম পালন করেছেন, বর্তমানেও সমাজের বহু ব্যক্তি সিয়াম পালন করেন। যারা সিয়াম পালন করে না, তাদেরকে লোকে খারাপ মনে করে। তাই, সিয়াম সামাজিক কারণেই পালন করতে হয়।

এই সামাজিক সিয়ামে কি সিয়ামের আসল উদ্দেশ্য হাসিল হয়? আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে তৎকালীন বর্বর আরবেরা রসুল (সঃ)-কে বাধা দিয়েছিল, কারণ তিনি সামাজিক এবং প্রচলিত সাংস্কৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি তাদের বাপ-দাদাদের প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে, তাদের অতি আদরের পাথরের খোদাগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।

আজকাল যারা সামাজিক কারণে সিয়াম পালন করেন তাদের মানসিকতা এবং আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে যারা মূর্তি পূজা করতো তাদের মানসিকতার মধ্যে পার্থক্য কতটুকু?

সিয়াম প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় অঙ্গ হলো যৌন-ক্রিয়া থেকে বিরত থাকা। মানব জীবনে যৌন প্রয়োজনের গুরুত্ব কতটুকু? কোন কোন এক-দেশদর্শী দার্শনিকের মতে মানুষের সকল প্রকার কর্ম প্রেরণার উৎসই হলো যৌন অনুভূতি, যেমন এক জার্মান-ইহুদী

www.bjilibrary.com

দার্শনিক বলেছেন, মানুষ একমাত্র অর্থনৈতিক প্রবণতা দ্বারাই পরিচালিত হয়। অনুরূপভাবে আর একজন পণ্ডিত বানর এবং মানুষের হাড়ের মিল থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মানুষ বানরের বংশধর এবং নিকট আত্মীয়। এরা মানব-দেহ এবং মানব-মানসকে অন্ধের হাতী দেখার মতো দেখেছেন। যাঁরা যে দিক থেকে দেখেছেন সে দিকটাই প্রধান করে তুলেছেন।

খাদ্যের পরই মানুষের একটা প্রয়োজন যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি। পশু-পাখী নিজস্ব প্রক্রিয়ায় যৌন-তৃষ্ণা চরিতার্থ করে। মানুষ পশু-পাখীর ন্যায় উলঙ্গ থাকে না, প্রকৃতিগত জীবন যাপন করে না, যদিও পাশ্চাত্যের কিছু কিছু লোক পশু-পাখীর ন্যায় জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে যেমন শালীনতা ও সৌন্দর্য চেতনার উন্মেষ হয়েছে তেমনি যৌন প্রয়োজন মিটাবার জন্যে মানুষের মধ্যে বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন হয়েছে। বিবাহ বহির্ভূত যৌনমিলনের আদিম বর্বর পশু-সুলভ মানসিকতা মানব-সংস্কৃতির পরিপন্থী।

ইসলাম মানুষের যৌন প্রয়োজনের স্বীকৃতি দিয়েছে, সাবালক হওয়ার সাথে সাথে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে। তবুও দেখা যায়, যৌনানুভূতি এ সংসারে বহু অনর্থের মূল।

কিছু কিছু পুরুষ ও নারী এক স্ত্রী এবং এক স্বামীতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না; তারা সমাজে নানা বিভ্রাট ঘটায়। অনেকে অর্থনৈতিক কারণে সাবালক হওয়ার পরই বিয়ে করতে পারে না। বিয়ের পর অনেকে একসঙ্গে থাকতে পারে না। তাদের মনের অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধা সংসারে অনেক বিপর্যয় ঘটায়। অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধা অন্যের সুখের সংসারে আগুন ধরায়।

আমরা যে সমস্ত খাদ্য খাই তার এক অংশ রক্তে পরিণত হয়ে শরীরকে জীবনীশক্তি প্রদান করে, প্রয়োজনীয় ভিটামিনের প্রয়োজন

www.bjilibrary.com

মেটায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সবল করে, আর এক অংশ মল-মূত্রে পরিণত হয়। যে অংশ মল-মূত্রে পরিণত হয় তা অতি সত্বর বের করে দিতে হয়। প্রয়োজনের সময় পেশাব-পায়খানায় যেতে না পারলে অনেক অস্বস্তি বা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয়।

সুস্বাদু খাদ্য-দ্রব্য শুধু শরীরের খাদ্য-প্রাণ এবং মলমূত্রেই পরিণত হয় না, এর কিয়দাংশ শরীরের বীর্য উৎপাদন করে। মলমূত্র ত্যাগ যেমন শারীরিক প্রয়োজন, বীর্য ত্যাগও তেমনি প্রয়োজন। শরীরে ধারণ ক্ষমতার অধিক বীর্য সঞ্চিত হলে তা মন ও মানসিকতার উপর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব বিস্তার করে। কিছুটা উদ্বৃত্ত বীর্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বের হয়ে আসে, কিন্তু অতিরিক্ত যা থেকে যায় তা শরীরে-মনে অশান্তি সৃষ্টি করে।

ইসলাম মানব-দেহের এই স্বাভাবিক প্রয়োজনকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে। বিবাহ রসূলের সুন্নত। এ সুন্নত পালনের জন্যে স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

কিন্তু সুন্নত পালনকারী এবং না-পালনকারী বহু ব্যক্তি যৌন তাড়নায় তাড়িত হয়ে অনেক কাজ করে বসেন যা সঙ্গত নয়।

আমাদের সমাজে এমন ক'টা লোক পাবেন যাঁরা জীবনে কোন দিন বিবাহ-বহির্ভূত যৌন-কর্মে লিপ্ত হননি? এমন ক'জন আছেন যাঁদের মনে কোনদিন বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্ভোগের ইচ্ছা জাগেনি?

এই যে শক্তিশালী যৌন তাড়না, একে সংযত ও প্রদমিত না করতে পারলে মানব-জীবন সুখী ও শান্তিময় হয় না।

পুরাকালে রাজা-বাদশাহদের যুগে নারীর জন্য বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। একজনের যৌন-তৃষ্ণার ইন্ধন যোগাতে গিয়ে হাজার হাজার সেনা ও প্রজাকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। আজকাল রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় না, রাজ্য ধ্বংস হয় না, কিন্তু জীবন নষ্ট হয়, পরিবার ও সংসার ধ্বংস হয়।

বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার বাদ দিলেও, অনিয়মিত যৌনাচারের পরিণতি সংসারে অনেক অনর্থ ঘটায়।

www.bjilibrary.com

আমরা সংসারে যত আর্থিক দুর্নীতিতে লিপ্ত হই তার একটি প্রধান কারণ স্বীয় পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমরা বৈবাহিক এবং পূর্ব-পুরুষদের যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে আত্মীয়তা মূলে আবদ্ধ। সন্তান-সন্ততি যৌন-কর্মেরই ফলশ্রুতি। সুন্দরী স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটাবার জন্যে তাকে শাড়ী-গহনায় সুসজ্জিত করার জন্যে যুবক-বৃদ্ধ ঘুষ খায়। ছেলেমেয়ের জন্যে সিয়ামের মাসে আক্রা মূল্যের মাছ-গোশ্‌ত কেনা প্রয়োজন। সে জন্যে, প্রয়োজন হলে পরের হক নষ্ট করতে হয়।

মাছ-গোশ্‌ত না হলে কি চলে না? নিরামিষ-ভোজীরা তো সারাজীবন মাছ-গোশ্‌ত ছাড়াই কাটিয়ে দেয়। একটি গরিলার বাহুতে যে পরিমাণ শক্তি দশ জন মুহম্মদ আলীর বাহুতে সে পরিমাণ শক্তি হবে না। গরিলারা তো মাছ-গোশ্‌ত খায় না। হাতী স্থলচর জীবদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। বোঝা টানতে পারে তারাই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তারা তো মাছ-গোশ্‌ত খায় না। ঘুষ খেয়ে ছেলেমেয়ের জন্যে বাজার হতে মাছ-গোশ্‌ত কিনতে হবে এর কি প্রয়োজন?

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) একটিমাত্র জামা পরতেন। তাতেও থাকতো কয়েকগণ্ডা তালি। চুরির টাকায়, ঘুষের টাকায় ছেলে-মেয়ের জন্যে ঈদের বাজারে দামী কাপড় কেনার সঙ্গতি না থাকলেও কিনতে হবে, এমন প্রবণতা কেন?

সিয়ামের যে দ্বিতীয় বিধান যৌন-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা, এর তাৎপর্য শুধু এ নয় যে, সিয়াম পালন কালে সারাদিন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন না এবং এতেই সিয়ামের দাবী মিটে গেল। তা' নয়, যৌন-সম্ভোগ হতে বিরত থাকা তখনই অর্থবহ হয় যখন আপনি প্রিয়দর্শিনী ভার্যা এবং তার সঙ্গে মধুর মিলনের ফল পরম আদরের ধন সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন এবং দাবী মিটাবার ক্ষেত্রে সংযম আয়ত্ত করতে পারেন। সারাদিন সিয়াম পালন করে আপনাকে ভাবতে হবে যে, কিছুতেই আপনি সংসারের প্রয়োজনের জন্যে অন্যায়ে লিপ্ত হবেন না, দুর্নীতিগ্রস্ত হবেন না।

www.bjilibrary.com

না খেলেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে দামী দামী চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় কি তাতে আসে যায় ? আপনার সন্তান-সন্ততির দাবী আপনার জন্যে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। আমি দুনিয়ার বহু দেশ ঘুরেছি। সাদা বাদামী, পীত বহু বর্ণের, হাস্য-লাস্যময়ী বহু নারীর সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের প্রাণ-মাতানো, হৃদয় কেড়ে নেওয়া হাসি দেখেছি। কিন্তু আমার একমাত্র শিশু-পুত্রের মুখের হাসি মনে হয় বিশ্বের সুন্দরতম হাসি। এমন হাসি দুনিয়ার কোথাও আমি দেখিনি। আমার মনের যা অনুভূতি, আমি মনে করি সকল পিতারই তাই। রমযানের তাৎপর্য হলো, এ হাসি যেন দুর্নীতি, ঘুষ-খোরীর দিকে কাউকে ঠেলে না দেয়। হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে এ হাসির মর্যাদা দিতে হবে—ঈদের দিনে দামী জামা-কাপড়ে নয়, ইগলুর আইসক্রিম কাফে নয়, বিদেশী চকলেট বারে নয়, দামী খেলনায় নয়। এমন ভাবে মানসিক সাধনা দ্বারা সিয়ামের হক আদায় করতে হবে।

ক্ষুধা মানুষের যৌন-ক্ষুধাকে প্রদমিত করে। যে সময় আমি সিয়াম পালন করলাম, কেবল সে সময় আমার যৌনাকাঙ্ক্ষা দূরে সরিয়ে রাখলাম, তাতে কিন্তু সিয়ামের হক আদায় হলো না। সিয়ামের পরও আপনার এ ক্ষুধাকে প্রদমিত রাখতে হবে।

যৌন-চিন্তা যখন করবেন তখনই দেখবেন অস্বস্তি অনুভব হবে। বন্ধু সংসর্গে কাটান, যৌন চিন্তায় আপনি বিব্রত হবেন না, যদি না তা আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়। একা থাকুন, যৌন-চেতনা আপনার মনকে বিব্রত করবে, মনকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যাবে। রমযান মাসে আপনাকে সচেতন মনে সাধনা করতে হবে—যাতে আপনার মন এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি না করে।

সিয়াম পালন করে যৌন কামনা-বাসনাকে সংযত করার ট্রেনিং যত সফল হবে, ভুঁড়ি-ভোজনের পর তা হবে না।

আপনার সিয়াম কতটুকু সার্থক তা পরীক্ষার একটি উপায়, আপনি কত সময় আপনার বিবাহ-বহির্ভূত যৌনানুভূতিকে সচেতনভাবে সংযত ও প্রদমিত করার চেষ্টা করেছেন, আপনার মনোবল কতটুকু মজবুত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

আপনি যদি যৌন বিষয়ে কোন চিন্তাই রমযান মাসে না করে থাকেন, তবে তাতেও কিছুটা সফল হলেন; যেমন হতেন যদি আপনি নিদ্রিত থাকতেন, তাতেও তো আপনি যৌন-বিষয়ে চিন্তামুক্ত থাকতেন। এ হলো নিকৃষ্ট স্তরের সাধনা। আপনাকে সচেতন মনে ভাবতে হবে, সজ্ঞানে সাধনা করতে হবে। আপনার মনে এ ধারণাকে মজবুত করতে হবে যে, বিবাহ-বহির্ভূত যৌন-তৃষ্ণা অন্যায় এবং এ অন্যায়ের দিকে আপনি পা বাড়াবেন না। যারা এ কাজ করে তাদের কথা চিন্তা করতে হবে এবং মনে মনে ভাবতে হবে যে, তা অন্যায়।

আপনার বিগত জীবন খতিয়ে দেখতে হবে। কতগুলো পদস্খলন আপনার হয়েছে তা স্মরণ করতে হবে। সেজন্যে আপনাকে দুঃখিত অনুতপ্ত হতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে, আপনি অন্যায় করেছেন।

আপনার টাকা হারালে চোখে পানি আসে। দামী কলম, ঘড়ি হারিয়ে গেলে মন খারাপ হয়। বাড়ীতে চুরি হলে দুঃখের শেষ হয় না, ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু বিগত জীবনে যে চরিত্র হারিয়েছেন তাতে আপনার চোখে পানি এসেছে? যদি না আসে, তবে আপনার সিয়াম সার্থক হল না।

তিলতিল করে সাধনায় আপনার দিলকে নরম করতে হবে। একদিন নয়, ত্রিশ দিন আপনার দিলকে ট্রেনিং নিতে হবে। প্রতিদিন দেখতে হবে, আপনার বিগত জীবনের যৌনাচার বা অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন-ধারণা সম্বন্ধে আফসোস বা তওবা করার সময় এবং মোনাজাত করার সময় আপনার কণ্ঠস্বর কতটুকু নরম হচ্ছে, মোনাজাতের মধ্যে আপনার কান্না আসে কিনা, চোখের কোণে পানি জমা হয় কিনা।

ঘরের জিনিসপত্র অর্ধেক চুরি হয়ে গেল কেঁদে কেটে অস্থির হলাম। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে পবিত্র ধন চরিত্র হারালাম, মোনাজাতের সময়, তওবার সময় চোখে এক বিন্দু পানি এলো না, কতটুকু

www.bjilibrary.com

সার্থক আমার সিয়াম সাধনা ? নিজেই বিচার করুন কতটুকু সার্থক হল আমাদের দীর্ঘ এক মাসের সিয়াম।

সিয়ামের তৃতীয় অঙ্গ—রমযান মাসে তারাবীর নামায। এর তাৎপর্য কি ?

ইসলামের অনুশাসনগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যেখানে ক্লেশ বেশী সেখানে ক্ষতিপূরণমূলক আরামের ব্যবস্থা আছে। যেমন, সফরে কষ্ট হতে পারে, তাই নামাযে কছর করতে হবে। বড় জামাতে বহু লোক হয়, তাই বলা হয়েছে ছোট সূরা এবং ছোট মোনাজাত করতে হবে।

যদি সিয়াম একাধারে ত্রিশদিন না হতো একদিন পর পর হতো, তবে আমাদের জন্য আসান হতো। সারাদিনের উপবাস, তারপর এশার নামায। সফরে যেমন নামায অর্ধেক করা হয়েছে তেমনি সারাদিনের উপবাসের পর এশার নামায বাদ দিলে বোধ হয় আল্লাহ্ আরও রহমান হতেন। এশার নামায তো বাদ গেলো না, তার উপর এলো তারাবীর নামায। তাও আবার প্রতি দিন। তদুপরি, তারাবীর মধ্যে সারা কুরআন সমাপ্ত করা সুন্নাত। পরের দিন সওম না হলে অন্তত ফজর নামায পর্যন্ত ঘুমানো যেত; তা নয়। এক পারা কুরআন তারাবীর বিশ রাকাতে শোনার পর কোথায় পাব রাতভর বিশ্রাম, তা নয়; আবার তিন ঘণ্টা পর উঠতে হবে সেহরী খাওয়ার জন্যে। এ যেন আমাদের আরামপ্রিয়তার উপর একটির পর একটি সজ্ঞান, সচেতন ও প্রচণ্ড আঘাত।

আসলে উদ্দেশ্যও তাই। চেয়ারে বসেছেন, পিঠটা খাড়া করে বসুন, আবার আরাম কেদারায় পিঠটা লাগিয়ে দেখুন, পার্থক্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভূত হবে। বিছানায় বসে থাকা এবং শুয়ে পড়ার মধ্যে আরামের বিরাট পার্থক্য আছে। কোন কিছুতে পিঠ লাগাবার মধ্যে আরাম নিহিত আছে।

সিয়ামের অপর উদ্দেশ্য হচ্ছে আরাম-আয়েশ প্রবণতা সংযত-করণ। রমযানের রাতে বিছানা হতে পিঠ আলাদা করে রাখার প্রশিক্ষণ আরাম-আয়েশ প্রবণতা সংযতকরণের প্রতীক মাত্র। আসল

www.bjilibrary.com

উদ্দেশ্য হলো, বিশ্রাম এবং আরাম-আয়েশের প্রবণতা সচেতনভাবে কমাতে হবে। যারা হবে আল্লাহ্‌র বান্দা, সত্যের সৈনিক তারা আরামপ্রিয় হতে পারে না। শুধু পরকালমুখীরা নয়, আরামপ্রিয় হলে দুনিয়া-মুখীরাও জীবনে সফল হতে পারে না। মুসলিম সুলতানেরা যখনই মদ্য-পায়ী, কামলিপ্সু ও আরামপ্রিয় হয়েছে তখনই তাদের পতন ঘটেছে। শুধু সুলতানাতের ব্যাপার নয়, ঐতিহ্যবাহী পরিবারদের ইতিহাসেও তাই, ব্যক্তি জীবনেও তাই।

জীবনে সংগ্রাম ও কঠোর পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। জীবন সংগ্রামে কৃতকার্য হতে হলে অবশ্যই পরিশ্রমী হতে হবে।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় যারা চলতে চায়, যারা সিয়াম সাধনার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করতে চায় তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কঠোর পরিশ্রমের অনুপ্রেরণা।

দিনরাত খেটে অর্থ সংগ্রহ করে বাড়ী বানালে বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীরা প্রশংসা করে। সে প্রশংসার জন্যে কতই না পরিশ্রম! অথচ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে যে পরিশ্রম তার পুরস্কার কল্পনাতীত, সীমাহীন।

এ জীবনে নিজের জন্য যতটুকু আল্লাহ্‌র বান্দা অপরাপর আদম সন্তানের জন্যে তার চেয়ে বেশী পরিশ্রম করতে হবে, সমাজকে সুন্দর করতে হবে। এ দুনিয়াকে আদম সন্তানের জন্যে শান্তিধামে পরিণত করার সাধনা যারা করবে, তাদের পুরস্কার রয়েছে মহা-পরাক্রমশালী, মহা-সম্পদশালী এবং বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ্‌র নিকট।

রমযানের সাধনা যদি কোন সিয়াম-পালনকারীকে কঠোরতর পরিশ্রমী এবং আরাম বিমুখ না করতে পারল তবে তার তারাবীহ্‌ নামায অনেকটা ব্যর্থ। তারাবীহ্‌ নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার উদ্দেশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমান নয়, এর প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হবে, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে হবে, জীবনে কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে, শপথ নিতে হবে কঠোর পরিশ্রমের।

www.bjilibrary.com

তারাবীহ্ নামায যদি আরামকে হারাম করার মনোবল সৃষ্টি না করে তবে তা অনেকটা ব্যর্থ। নিছক দাঁড়িয়ে থাকা। এতে ক্লান্তি ছাড়া কিছু আসে না। তারাবীহ্ নামাযে কেয়াম হলো আল্লাহ্র রাস্তায় আরামকে হারাম করে কঠোর পরিশ্রম করার শপথ অনুষ্ঠান। তন্দ্রা-বিজড়িত থাকলে এ শপথ অনুষ্ঠান সফল হতে পারে না যেমন হয় না আমাদের অনেকের।

দুনিয়ার কাজে দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে শপথ অনুষ্ঠান হয় একবার, কিন্তু মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্র বান্দা হয়ে জীবন ধারণের শপথ নিতে হয় একাদিক্রমে ত্রিশ দিন, তা নিতে হয় দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করে ও সিজদার মাধ্যমে।

তারাবীহ্ নামাযের আসল তাৎপর্য সম্বন্ধে অচেতন থেকে আমরা তারাবীহ্ পড়ি তখন তা আমাদেরকে উন্নততর মানুষে, আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রামী মুজাহিদে পরিণত করে না। আমরা যে তিমিরে আছি সে তিমিরেই পড়ে থাকি।

রমযান হলো মুমিনের জন্যে একটি প্রশিক্ষণের মাস। এ মাসে প্রতিটি মুহূর্ত সচেতনভাবে কাটাতে হবে। উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। সৎ মহৎ সুন্দর জীবন যাপনের শপথ নিতে হবে। শুধু একবার নয়, একদিন নয়, পর পর ত্রিশ দিন।

রমযানের অপর একটি করণীয় বিষয় হলো দরাজ দিলে দান। ভোগের নয় ত্যাগের শিক্ষাই এ মাসে নিতে হয় বেশী। দান, সদ্কা, যাকাত এ মাসে যত বেশী দেয়া যায় ততই ভালো। আমাদের দেশে দানের প্রকরণ হলো—ফিত্রা, সদ্কা ও ইফতারী বণ্টন। দুই সের গমের দাম ফিত্রা দিয়ে দরিদ্র নিঃস্ব ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য আদায় হয় না। কারণ আল্লাহ্ আল-কুরআনে স্পষ্ট বলেছেন যে, "আল আফ্ওয়া" বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু দরকার হলে অন্যের জন্যে দিতে হবে। সে দিকটাই ভুলে আমরা সারা মাস ধরে উদর পূর্তি করি। রমযান মাসে আমরা অন্য মাসের থেকে বেশী খাই, জিনিসপত্রের দাম এ মাসেই বেশী বাড়ে, এতে সিয়ামের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

যার বিত্ত আছে সে বিত্তের মাধ্যমে যাকাত দেবে। যার বিত্ত নাই পর্যাপ্ত সময় আছে সে শ্রম দিয়ে যাকাত দেবে। যার জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে, সে জ্ঞান বুদ্ধি দান করে যাকাত দিবে।

আল্-কুরআনে বিত্তের যাকাত কাকে কাকে দিতে হবে তার উল্লেখ যেখানে আছে সেখানে কিন্তু আদৌ যাকাত শব্দটিই উল্লেখ করা হয়নি। সে আয়াতে যে শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো সাদকা। হাদীসে আছে নেক আমল, সদ্ব্যবহার এবং হাসিমুখে কথা বলাও সাদকা।

বিত্ত দিয়ে সাদকা দান আল্লাহ্, হামদ, সালাত, সিয়াম হতে আমার মনে হয় বেশী পছন্দ করেন। বিত্ত পূজারী কারুণের সুম্মাতে বিশ্বাসী বর্তমান দুনিয়ার তথাকথিত মুসলমানের অর্থের প্রতি যতটুকু মোহ ও আকর্ষণ, অন্য কিছুর প্রতি ততটুকু নয়। যদি বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তিনটির যে কোন দুটো বিকল্প রাখা যায় যেমন—(১) সারাদিন মসজিদে বসে এতেকাফ করবেন, (২) সারাদিন সিয়াম পালন করবেন, (৩) সারাদিনের রোজগার আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দেবেন, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণকারী পাওয়া যাবে ৯৯% কিন্তু তৃতীয় বিকল্প গ্রহণকারী পাওয়া যাবে না এমনকি ১% অথচ সব সম্পদই আল্লাহ্র দেওয়া।

মনে করুন আপনি একটি ফার্মের মালিক। আপনি একজন অতি বিচক্ষণ কর্মক্ষম ম্যানেজার রেখেছেন। তাকে মোটা বেতন দেন, আবাসিক এলাকায় মোটা ভাড়ায় বাড়ী করে দিয়েছেন। তাকে ঈদে বোনাস দেন, বিদেশ ভ্রমণের সুবিধা দেন আরও কত কি। কিন্তু হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশত আপনার সাত বছরের ছেলেটি হারিয়ে গেল। পথহারা ছেলেটি ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ম্যানেজারের বাড়ীর সামনে হাযির হলো। ম্যানেজার তাকে দেখলেন কিন্তু ডেকে কোলে নিলেন না, তার হাতে বিস্কুট বা কোন খাবার তুলে দিলেন না, বরং 'যাও যাও' বলে তার মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আপনি হন্যে হয়ে আবাসিক এলাকা ঘুরে ঘুরে

www.bjilibrary.com

হারানো ছেলেকে খুঁজে পেলেন। তার কাছে শুনতে পেলেন ম্যানেজারের ব্যবহার। তখন কি এরূপ নিমকহারাম পশুকে আপনি চাকুরীতে রাখবেন? এবার দর্পণে আপনার আমার চেহারাটা অবলোকন করে দেখুন।

বলছিলাম যে, আল্লাহ্‌ হামদ সালাত অপেক্ষা বান্দার আর্থিক দান খয়রাতে বেশী আনন্দিত হন। কেন তা বলছি। মনে করুন বাড়ীতে আপনার আট বছরের ছেলেটি অসুস্থ, সে চায় আপনি তার কাছে বসে থাকুন, তার কপালে হাত বোলান। তখন ঘরে এলো আপনার এক বন্ধু। তিনি এসে আপনার প্রশংসা জুড়ে দিলেন। প্রথম প্রথম হয়ত একটু ভালো লাগল। আত্মপ্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে! বিশ্বাস না হলেও ভালো লাগে। কিন্তু ঐ দিকে আপনার ছেলে আপনাকে ডাকছে। এর মধ্যে এসে পড়লেন আর এক বন্ধু। তিনিও আপনার প্রশংসা কীর্তন শুরু করলেন। দুই বন্ধু আপনার প্রশংসা কীর্তন প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। এক জনের মুখের কথা অন্যজন কেড়ে নিয়ে অনর্গল বলে যাচ্ছেন আপনার মহৎ গুণের কথা।

কতক্ষণ আপনার ভালো লাগবে? আপনার অসুস্থ ছেলে ডেকে বলছে, বাবা আমার জন্যে বাজার থেকে পেঁপে নিয়ে আস। শুনে ছোট মেয়েটা বলছে বাবা আমি পেয়ারা খাব। ওদিকে বেলা বাড়ছে। প্রশংসা-কীর্তন কতক্ষণ আপনার ভালো লাগবে? আপনার তখন মনে হবে এ আযাব উঠলেই বাঁচি।

এ সময় দরজায় আবার কড়া পড়ল। আপনি হয়ত চাটুকার বন্ধুদেরকে খানিকটা জোর করেই পিঠে হাত বুলিয়ে বিদায় করে দিলেন। ঘরে ঢুকে পড়লেন আপনার আর এক বন্ধু। তিনি কিন্তু ঢুকেই প্রথম বললেন, আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। বসতে পারব না, তাহলে মাছ পাব না। আপনারা কেমন আছেন জেনে যেতে এলাম। আসার সময় আপনার ভাবী বাচ্চাদের জন্য একটি পেঁপে আর কয়েকটি পেয়ারা দিয়ে দিলেন। এগুলো রাখুন।

www.bjilibrary.com

আপনার ছেলের অসুখ শুনে তিনি বলে উঠলেন, জ্বরের মধ্যে পেঁপে খাওয়া ভালো, এক্ষুণি পেঁপেটা কেটে দিন। আপনার মেয়ের হাতেও তিনি একটি পেয়ারা তুলে দিলেন। আনন্দে মেয়েটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এরূপ বন্ধু চলে যেতে চাইলেও তো আপনি বলবেন, না একটু বসুন। কয়েক মিনিটে আর কি আসে যায়? মাছ ঠিকই পাবেন। এক কাপ চা না খাইয়ে আপনাকে ছাড়ছিনে।

সিয়ামের মাসে দান খয়রাত করতে বলা হয়েছে, তবে সে দান খয়রাত আমরা যেভাবে করি তা রসুল (সঃ)-এর শিক্ষার বিপরীত। তিনি ভিক্ষুক বানাবার জন্যে বা ভিক্ষুক পোষার জন্যে দান করতে বলেন নি।

আমরা ভুলে যাই যে, রসুল (সঃ) দরিদ্রদের জীবিকা নির্ধারণের ব্যবস্থা করে দিতেন। খয়রাত দিতেন না, কে না জানে যে, জনৈক অভাবী লোক খয়রাত চাওয়ায় তিনি তার বাড়ীতে কি আছে জানতে চেয়েছিলেন এবং একখানা কম্বল আছে শুনে তা আনিয়ে বিক্রি করে কুড়াল কিনে দিয়েছিলেন, যাতে সে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

হযরত ফাতেমা তিন দিন না খেয়ে থেকে ক্ষুধার তাড়নায় পিতার কাছে কেঁদে পড়লেন। তিনি কন্যাকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছিলেন। তখন কন্যা নিজের ক্ষুধা ভুলে গিয়েছিল এ কথা শুনে যে, পিতা সাত দিন তেমন কিছু খেতে পান নি। আমাদের দেশে তিন-সাত দিনের উপবাসী কি কোন ভিক্ষুক আছে?

যাকাত ফিতরার টাকা নগদ বা শাড়ী কিনে না দিয়ে এমন কিছু কিনে দেওয়া যায় যাতে আয়ের সংস্থান হয়। তা করতে হলে আলাদা আলাদাভাবে দান করলে হয়ত তা সম্ভব হবে না। কয়েক-জনের দানের অর্থ একত্র করে তা করতে হবে। যেমন গ্রামে বিধবাকে শাড়ী কিনে না দিয়ে ঢেঁকি কিনে দেওয়া যায়। যারা সম্পূর্ণ অক্ষম, বিকলাঙ্গ অসুস্থ তাদের কথা আলাদা। শহরে জুতা পালিসের বাক্স, পান বিক্রির বাক্স, চা তৈরী করার চুলা, চিনা

www.bjilibrary.com

বাদাম বিক্রির বাক্স, দা, হাতুড়ী, কুড়াল, কোদাল ইত্যাদি কিনে দেওয়া যায়। পাড়ার কয়টি কর্মহীন লোক আছে—তা হিসাব করে কয়েক জনের অর্থ সংগৃহীত করে মসজিদের তত্ত্বাবধানে ঠেলাগাড়ী, ট্যাক্সী ইত্যাদি কিনে দেওয়া যায়।

দান যে শুধু অর্থের হবে তা নয়। কারণ সালাত এবং যাকাতের কথা আল্-কুরআনে এক সঙ্গে বলা হয়েছে। সালাত যেমন সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক, যাকাতও তেমনি। যাকাত শুধু ধনীদের জন্য নয়।

আল্লাহ্ তো মানুষকে তারই ফিত্‌রাতে সৃষ্টি করেছেন। তিনিও তাঁর অসুস্থ অভাবী বান্দার প্রতি সহানুভূতি ও দানশীল বান্দাকে কৃপণ বা হ্রস্ব হস্ত কিন্তু দীর্ঘ তাসবিহ তাহলীল অজিফা পাঠকারী অপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন।

রমযান মাসের অন্যতম করণীয় কাজ আল-কুরআন তেলাওয়াত। ইহা আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ কালাম। বুঝি বা না বুঝি কুরআন তেলাওয়াতে সওয়াব আছে। না বুঝে পড়লে মনের উপর তার আছর পড়ে। ডাক্তারের ঔষধের গুণাবলী বা উপাদান না বুঝেও আমরা ইহা ব্যবহার করি। ফল তো ঠিকই হয়। অবশ্য এর প্রতিক্রিয়া হয় জড় ঔষধের মাধ্যমে জড় দেহে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের প্রতিক্রিয়া হয় হৃদয়ে। তাই মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝা ও হৃদয় দিয়ে অনুভব করার প্রয়োজন আছে।

মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে যতগুলো গ্রন্থ লাভ করেছে তন্মধ্যে আল-কুরআনের স্থান অনন্য। এ বিশ্বে মানব রচিত বা আল্লাহ্ প্রদত্ত এমন আর দ্বিতীয় গ্রন্থ নেই যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন সকাল বেলা তেলাওয়াত করে। একবার নয়, বার বার। বুঝেও করে; না বুঝে আরও বেশী। এমন কোন দ্বিতীয় গ্রন্থ নেই যা বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ মানুষ মুখস্থ করে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ। এমন যে কিতাব, এ কিতাব তেলাওয়াত হবে না কেন?

রমযান পবিত্রতম মাস। রমযান মাসের পবিত্রতম রাত্রি হলো লাইলাতুল কদর। এ রাতে আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন।

www.bjilibrary.com

আল্-কুরআনের যে শব্দ রসুল (সঃ) সর্বপ্রথম শুনেছেন তা হলো, ('ইকরা') 'পড়' (বিইস্মি রাব্বিকা) "তোমার প্রতিপালকের নামে।"

আমাদের প্রিয় নবীর মাধ্যমে মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র প্রথম নির্দেশ 'উসজুদ, অরুকা'—সিজদা কর নয়, রুকুতে যাও নয়, নামায আদায় কর নয়, সিয়াম পালন কর নয়, যাকাত দাও নয়, উহা হল—"পাঠ কর" শুধু মুখস্থ তেলাওয়াতে নয়, "আল্লামা বিল কালাম" কলম দিয়ে শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে, রসুলের প্রতি নাযিলকৃত চতুর্থ আয়াতে।

সিয়ামের মাসে মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি লোক সালাত কায়েম করে, সিয়াম পালন করে, তসবিহ্ পাঠ করে। কিন্তু কত জন লোক আল্লাহ্‌র সর্ব প্রথম নির্দেশ পালন করে?

যে নবী ঘোষণা করেছেন, সৃষ্টি সম্বন্ধে এক ঘণ্টা গবেষণা করা সত্তর বছরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে নবী বলেছেন—জ্ঞান সাধকের কলমের কালি শহীদের লহু অপেক্ষা পবিত্র, আফসোস; সে নবীর উম্মতরাই দুনিয়ায় সবচেয়ে অশিক্ষিত—নিরক্ষর! এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কি হতে পারে? সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, এ বিষয়ে তাদের চেতনাবোধ নেই, লজ্জা নেই এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে, স্বাক্ষরতা অর্জনে অর্থবহ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই।

না বুঝে কুরআন তেলাওয়াতেও পুণ্য আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তো আখেরাতের ব্যাপার। এ দুনিয়াতে তা আমাদের কতটুকু উপকারে আসে?

দূরের শহর হতে প্রবাসী সন্তানের পত্র পেলে নিরক্ষর পিতা প্রয়োজন হলে এ বাড়ী ও বাড়ী, এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে বেড়ায় চিঠি পাঠকের-সন্ধানে, সে জানতে চায় চিঠিতে কি আছে।

কোর্ট-কাছারী হতে সমন এলে বা অফিস-আদালত হতে কোন চিঠি এলে, সে চিঠিখানার মর্মোদ্ধারের জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে—

www.bjilibrary.com

প্রায় সকলেই, শিক্ষিত হউন আর অশিক্ষিত হউন। আল-কুরআন হলো মানবজাতির নিকট আল্লাহ্‌র পয়গাম, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালকের চিঠি।

আজকের মুসলিম বিশ্বের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ নিরক্ষরতা, অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার। যে নবী (সঃ) সারা জীবন জ্ঞানের আলো জ্বালাবার এবং আইয়ামে জাহেলিয়াতের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীকরণের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন তাঁর অনুসারী দুনিয়ায় সবচেয়ে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত।

এযুগ কারিগরি বিদ্যার যুগ। কারিগরি শিক্ষার জোরে পশ্চিমের দেশগুলো প্রাকৃতিক শক্তির উপর বিজয় লাভ করে আশরাফুল মাখলুকাতে উন্নীত হওয়ার সাধনায় লিপ্ত। আকাশ বিজয় করে তারা চাঁদে যাচ্ছে। আর আমরা জমিন খুঁড়ে প্রয়োজনীয় খাবারও উৎপন্ন করতে পারি না। আণবিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার তো দূরের কথা, শতকরা আশিজন মুসলিম কলম ধরে কাগজে কালির দাগ পর্যন্ত আঁকতে পারি না।

রসুল (সঃ) বলেছিলেন, জ্ঞান অর্জনের জন্যে দরকার হলে চীন দেশে যেতে। ছয়জন সাহাবী সত্যি সত্যিই চীন দেশে গিয়েছিলেন। তাঁদের কারো কারো কবরও সেখানে আছে। ক্যান্টন শহরেও একজন সাহাবীর কবর আছে।

চীন দেশে কি তাঁরা ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন? না, তা নয়। চীন ছিল তখনকার দুনিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে সবচেয়ে উন্নত দেশ। তারই সন্ধানে তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন।

কাফের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হতো অন্তত একজন সাহাবীকে ইলেম শিক্ষা দেবে—এই শর্তে। কাফের বন্দীরা কি সাহাবীদের আল্লাহ্‌র দ্বীনের এলম শিক্ষা দিতেন? না, তা নয়। তারা তখনকার প্রচলিত জ্ঞানই শিক্ষা দিতেন।

জ্ঞান মুসলমানদের হারানো মানিক। যেখানেই পাওয়া যায়

www.bjilibrary.com

সেখান থেকে কুড়িয়ে নেবার নির্দেশ রসুল (সঃ) দিয়েছেন। তবে সকল জ্ঞানই রসুলের শিক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে। ডারউইনের "জীবের গোড়ার কথা" পড়ে বিশ্বাস করলাম যে, মানুষ বানরের বংশধর, না হলে মামাতো চাচাতো ভাই। এ জ্ঞান অর্জন করে অনৈসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মন্ত্রী, উপদেষ্টা, লাট সাহেব হওয়ার চেয়ে লাট বাড়ীর নিরক্ষর ঝাড়ুদার খানসামা থেকে জীবিকা নির্বাহ করা এবং ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়া হাজার গুণ উত্তম।

মুসলমানদের জ্ঞানের শুরু এবং শেষ হলো আল-কুরআন। ভূমিষ্ঠ হয়ে এ বসুন্ধরার রূপরস গন্ধ পাওয়ার আগে, নয়ন মেলে সৌন্দর্য দেখার পূর্বেই মানব শিশু শুনবে, 'আল্লাহু আকবর'। আর এ সুন্দর ভুবন হতে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তেও তার কানে পৌঁছাতে হবে আল্-কুরআনের অমিয় বাণী।

মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে জেনারেল আইসেন হাওয়ার যখন ইউরোপ পৌঁছেন তখন তিনি সাথে মাত্র একখানি বই নিয়ে ছিলেন। তা হলো বাইবেল।

খৃস্টানদের নিকট বাইবেল যতটুকু প্রিয়, মুসলমানদের নিকট আল্-কুরআন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী প্রিয়। আল্-কুরআন শুধু হাতে থাকে না, সম্পূর্ণ কুরআন আছে হাজার হাজার মানুষের রক্তে, মাংসে, শিরা, উপশিরা ও স্মৃতিতে অবিচ্ছিন্নভাবে।

রমযান মাসে যে কিতাব সবচেয়ে বেশী তেলাওয়াত করতে হবে, যে কিতাব থেকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে সঠিক পথ-নির্দেশ নিতে হবে তা হলো আল্-কুরআন। কিন্তু নির্দেশ নেব কিরূপে? কুরআন কি আমরা বুঝি বা বুঝতে চেষ্টা করি?

না বুঝে পড়ি বা শুনি বলেই ত আল্-কুরআনের শিক্ষার প্রতিফলন আমাদের জীবনে নেই, যেমন আছে বহু বিধর্মীর জীবনে।

না বুঝে আল্লাহ্‌র বাণী তেলাওয়াত করলেও সওয়াব আছে সত্য

www.bjilibrary.com

কিন্তু তা কতটুকু? সওয়াব তাতেই হয় যা আমার নিজের বা অন্যের কোন কল্যাণে আসে।

আল্-কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে, সাথে সাথে যা তেলাওয়াত করলাম তা বুঝতে হবে। আমরা যারা আল্লাহ্র প্রথম নির্দেশ—"পাঠ কর" লঙ্ঘন করে—"মাঘ্দুব" অভিশপ্ত ও "দ্বোয়াল্লিন" পথভ্রষ্ট হচ্ছি, খৃস্টানদের উচ্ছিষ্ট রিলিফ খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি, সকলের উচিত আল-কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে সময় লাগানো। এবং এর প্রকৃষ্ট সময় হলো মাহে-রমযান। সুন্দর এলহানে কুরআন পাঠে কতটুকু উপকার? শুনেই বা কতটুকু উপকার? কানের সুখের জন্যে মধুর কণ্ঠের তেলাওয়াত আমরা শুনি। আমাদের অনেকের মনে গান শুনে যে আনন্দানুভূতি আর মিষ্টি এলহানের কুরআন তেলাওয়াতের আনন্দের মধ্যে বোধ হয় ততটুকু পার্থক্য নেই। তবে ধর্মে উদাসীনরা খোলাখুলি সঙ্গীত হতে আনন্দ রস গ্রহণ করেন আর আমরা ধর্মের খোলস গায়ে দিয়ে কিরাত, গজল, হামদ-না'ত শুনি, নিছক শ্রুতিমধুর এবং আনন্দানুভূতির জন্যে, আমাদের ঈমানকে মজবুত করার জন্যে নয়, চলার পথের নির্দেশ নেওয়ার জন্যে নয়।

না বুঝে আল-কুরআন তেলাওয়াত করলেই যদি বেহেশ্তে যাওয়া সম্ভব, তবে যে সমস্ত টেপ রেকর্ড, রেকর্ড প্লেয়ারে মিসরীয় কারীর কণ্ঠের মধুর এলহানের কেরাত বাজান হয় সেগুলোই তো আগে বেহেশ্তে যাওয়ার হকদার। কারণ ওগুলো জীবনে একটা মিথ্যা কথাও বলে না, কারো হকও নষ্ট করে না এবং সারা জীবনে কাউকে প্রতারণাও করে না, তদুপরি অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে একটুও ফাঁকি না দিয়ে কিরাতের রেকর্ড বাজায়।

যে কোন ট্রেনিং কোর্সের মধ্যে পাঠ্য তালিকা থাকে। রমযান মাসের ট্রেনিং কোর্সের প্রধান পাঠ্য বিষয়ই হলো, আল-কুরআন তেলাওয়াত। তবে তা মেশিনের মতো শব্দ উৎপাদন নয়। তোতা পাখীর আবৃত্তি নয়। পৃষ্ঠা সিপারা শেষ করার মহড়া নয়। কয়

www.bjilibrary.com

খতম করলাম তার ব্যবসা ভিত্তিক হিসাব নয়। কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমি কতটুকু হৃদয়ঙ্গম করলাম। কতটুকু আমার ঈমান ও একীনে পরিণত করলাম।

মিথ্যা বলা গুনাহ্; শরাব, জুয়া হারাম, পরের হক নষ্ট করা সব চেয়ে বড় অপরাধ—এ সব আয়াতগুলো বারবার পড়লাম। লক্ষ বার তাসবিহ্ পড়লাম এতে নতুন কি শিখলাম ? এ তো জানা কথা, মিথ্যা বলা পাপ, পরকে ঠকান পাপ। এ শিক্ষার আয়াত হাজার বার পড়লে তো আর জ্ঞান একটুও বৃদ্ধি হলো না, এ তো জানি। তবে পড়ে লাভ কি ?

কুরআনের আয়াত বার বার পড়ার উদ্দেশ্য, জানা আয়াত বার বার তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য, জ্ঞান বৃদ্ধি নয়। আমার জ্ঞানকে ঈমানে পরিণত করা। আমি যা জানি এবং বিশ্বাস করি সে জ্ঞান ও বিশ্বাসকে আমার চেতনায় মিশিয়ে দেওয়া, আমার প্রত্যয় ও একীনে পরিণত করা।

অসুস্থ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন দেন। ঐ প্রেসক্রিপশন অনুসারে ঔষধ কিনে আনি, ডাক্তারের নির্দেশিত নীতিমালা মেনে চলি। যা খেতে নিষেধ করেন তা খাই না, যে পথ্য দেন তাই সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। ডাক্তার যে ঔষধ দিলেন তা যদি বাজারে না পাই আবার ডাক্তারের কাছে ছুটে যাই, বিকল্প ঔষধের ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন নেই।

যখন ভালো হয়ে যাই, তখন সাবধানী হলে পুরানো প্রেসক্রিপশন রাখি, কারণ আবার অসুখ হলে ডাক্তারকে দেখাতে পারব। ভালো হতে কতদিন লেগেছিল, কি কি ঔষধ দেওয়া হয়েছিল, তাতে কি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছে, এ পুরানো তথ্য ডাক্তারকে সঠিক ব্যবস্থাপত্র দিতে সাহায্য করে।

সাধারণতঃ কর্মব্যস্ত মানুষ মামুলী রোগের পুরানো প্রেসক্রিপশন বেশী দিন রাখেন না। কিন্তু রোগ যদি একটু প্রকট হয়, সারতে যদি বেশী দিন লাগে, যদি অপারেশনের প্রয়োজনীয়তা হয়, তখন সকল ব্যবস্থাপত্র যত্ন করে রাখি। চিকিৎসার জন্যে যদি বিদেশে বড়

www.bjilibrary.com

ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হয়। সে প্রেসক্রিপশন অতি যত্নসহকারে সংরক্ষণ করি। সূত্র হিসেবে ভবিষ্যত রোগের জন্যে কাজে লাগতে পারে।

আপনি কি কখন এমন বেয়াকুব রোগী দেখেছেন, যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে তা শুধু চুমু দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুসারে ঔষধ কিনে আনে না, পথ্য খায় না, নীতিমালা মানে না ?

কখনও কি এমন অর্বাচীন রোগী দেখেছেন, যে বড় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন বারবার পাঠ করে, মুখস্থ করে কিন্তু তার উপর আমল করে না ? এমন মূর্খ রোগী কি আপনি দেখেছেন, যে ঔষধ খাবে না, কিন্তু ব্যবস্থাপত্রের পুরো ইজ্জত করে ? নিরক্ষরতাবশত ইংরেজী প্রেসক্রিপশনটা ইংরেজীতে আবৃত্তি করায় আর ভক্তি গদ-গদ চিত্তে তা শ্রবণ করতে থাকে ?

দেখেন নি ! সেই অর্বাচীন বেয়াকুব, মূর্খ কীর্তিমান হলাম আমরা বর্তমান যুগের মুসলিম সমাজ।

আল-কুরআন তো হলো বিশ্ব সমস্যার সমাধানের সবচেয়ে বড় চিকিৎসাপত্র, সবচেয়ে বড় সমাধানকারী সর্বজ্ঞানীর পক্ষ থেকে জীবন সমস্যার ব্যবস্থাপত্র। এটা যেহেতু সর্বশক্তিমানের দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাপত্র তার আমরা ইজ্জত করব, চুমো দেব, বুকে জড়াব, এগুলো সবই ভালো। কিন্তু ব্যবস্থাপত্র অনুসারে আমল করব না, ব্যবস্থাপত্র বারবার পড়ব, শুনব আর এর নির্দেশ উপেক্ষা করব, এমন তামাশা তো আমরা একজন হাতুড়ে ডাক্তারের সঙ্গেও করি না !

আপনি ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ঔষধ খাবেন না, তাঁর নির্দেশ মানবেন না, আর প্রেসক্রিপশনের ঔষধের নাম চীনামাটির প্লেট বা কাঁসার বাসনে লিখে তা ধুয়ে পানি খাবেন। ব্যবস্থাপত্রের কয়েক লাইন বা সমগ্রটা মাদুলী বানিয়ে গলায় ঝুলাবেন। আর আশা করবেন রোগ ভালো হয়ে যাবে, এ প্রহসন আর কতকাল চলবে ?

www.bjilibrary.com

কুরআন বাদ দিয়ে, জীবন সমস্যার দুনিয়াবী আর্থিক সমস্যার সমাধান সম্ভব, যেমন সম্ভব হয়েছে সমাজবাদী এবং পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে। কিন্তু কুরআনকে রেখে কুরআনী নির্দেশের অবমাননা করে ইসলামী জীবন দর্শনের অর্ধেক মেনে আর অর্ধেক উপেক্ষা করে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তামাশা করে, পরকালের মুক্তি তো সম্ভব নয়ই, বরং দুনিয়ার অর্থনৈতিক প্রগতিও সম্ভব নয়। এ পরম সত্য যত তাড়াতাড়ি আমরা অনুধাবন করি, এ মুনাফিকী এবং জীবনব্যাপী প্রহসন ত্যাগ করতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল।

প্রত্যেক কর্মেরই পরিমিত এবং নির্দিষ্ট পুরস্কার রয়েছে। কিন্তু সিয়ামের কোন ধরাবাধা পুরস্কার নেই। এর প্রতিদান বা পুরস্কার আল্লাহ্‌ নিজে দিবেন। যদিও সকল ইবাদতই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে। বস্তুত মানুষের ইবাদতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই; আল্লাহ্‌ অভাবহীন; সকল ইবাদতই মানবের কল্যাণের জন্যে।

ডাক্তারী গবেষণায় সিয়ামের বহু উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। শুধু শারীরিক উপকারিতা নয়, সিয়াম মানুষের আত্মাকে মজবুত করে, ব্যক্তিত্বকে উন্নত করে।

আমাদের বেশীর ভাগ লোকই পশুর ন্যায় শারীরিক ও যৌন ক্ষুৎ-পিপাসা এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় চলি। শরীর হলো অশ্ব আর আত্মা হলো অশ্বারোহী। অশ্ব কি আরোহীর নির্দেশে চলবে, না আরোহী অশ্বের নির্দেশে চলবে? আমাদের আত্মা এবং ব্যক্তিত্ব এতো দুর্বল যে, আমরা শরীররূপ অশ্বটিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না, বরং অশ্বই আত্মার কাঁধে চড়ে তাকে দলিত, মথিত এবং পিষ্ট করে। তাই আত্মার শক্তি বৃদ্ধি মানসে সিয়াম আমাদের স্বার্থেই প্রয়োজন। জড়বাদী রাষ্ট্রসমূহ তো আল্লাহ্‌কে মানেই না, তবুও তিনি তাদেরকে আহার হতে বঞ্চিত করেন নি, বরং আমাদের থেকে ভালোভাবেই রেখেছেন। পিপীলিকা হাতীর শক্তির অবজ্ঞা করলে হাতী স্বীয়-শক্তির প্রমাণ দিতে তেড়ে আসে না।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ এতো বড়ো এবং পরাক্রমশালী যে, তিনি সৃষ্টির সেরা মানুষ কেন সারা বিশ্বই এক মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারেন। আমরা কুফ্‌রী করি বা ইবাদত করি, তাকে মানি বা না মানি, তাতে আল্লাহ্‌র কিছুই আসে যায় না। শুধু সিয়াম নয়, সকল ইবাদত মানুষের স্বীয় স্বার্থ এবং কল্যাণের জন্যেই। সিয়ামের তাৎপর্য উপলব্ধি করি না বলে সিয়াম নিছক অনুষ্ঠানই থেকে যায়— এতে মুসলিম উম্মার কল্যাণ সাধিত হয় না।

IFP—79-80—P2627—10,250—15-3-1980

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ISLAMIC FOUNDATION BANGLADESH